



# দল গঠন

টিপস্ ও ফ্যাক্ট  
শীট

## কেন দলগঠন করা?

বড় পরিসরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আমরা প্রায়শঃই দলবদ্ধভাবে কাজ করে থাকি। একটি সফল দল কখনো হঠাৎ করে তৈরী হয়ে যায় না বরং এটি তৈরী/গঠন করতে হয়।

## কিভাবে দল গঠন করা হয়?

একটি সফল দল গঠনের জন্যে নিচের বিষয়গুলোর সাহায্য নেয়া যায়:

### সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি:

দলটি কি অর্জন করবে সেটি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে। ১/২ বাক্যে সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ে উল্লেখ করলে এটি খুবই ফলপ্রসূ হবে। দলের অন্যান্যর সাথে মিলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা ভাল অথবা যদি এটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে তবে আলোচনা করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। দলের সকলে লক্ষ্যটি বুঝতে পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করছেন এটি বারবার পরীক্ষা করতে হবে এবং বারংবার লক্ষ্যটিকে আলোচনায় আনতে হবে এবং পরিদর্শন করতে হবে। লক্ষ্যের বিবৃতির উদাহরণ: “আমরা বাংলাদেশে কৃষকদের বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করবো।”

### স্পষ্ট ভূমিকা:

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা যা করণীয় সে বিষয়গুলো অনুধাবন করা। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দলের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদের নির্বাচন করা। এরপর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভূমিকা ও দায়িত্ব কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এবং ঠিক করতে হবে যে তারা দলের অন্যান্যদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে এবং সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে দায়িত্ববান হবে। কাজের মাঝে নুতন কিছু চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ এটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দলের সদস্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে তারা কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে পারে এবং তাদের কোন ভূমিকা যদি অস্পষ্ট থাকে সেটি সহজ করার জন্যেও ব্যাখ্যা চাইতে আগ্রহী করতে হবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করা যাতে তারা নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে কতটুকু অবগত এবং কিভাবে তারা লক্ষ্যে অর্জনে অবদান রাখবেন?

### যোগাযোগ:

যোগাযোগেই হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। দলগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কাজের অগ্রগতি, সমস্যা, এর সমাধান ও সমাধানের জন্য নুতন কোন ভাবনা নিয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন করা। দল নেতারা অবশ্যই বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং পরামর্শগুলোতে সাড়া দিবেন।



ভালো যোগাযোগ দলের সদস্যদের মাঝে বন্ধন দৃঢ় করে, সহযোগীতা করতে আগ্রহী করে, কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করে, হতাশাজনক পুনরাবৃত্তি দূর করতে সাহায্য করে এবং বিভ্রান্তি দূর করে। অগ্রগতি ও অবদান পর্যালোচনার জন্যে একটি সহজ পদ্ধতি খোঁজ করুন।

### কর্মদক্ষতা:

ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হবে। তারা যে ধরনের দক্ষতা প্রত্যাশা করে সেটির মূল্যায়ন করতে হবে এবং সাফল্যের জন্য একটি দল নির্বাচন করতে হবে। কখনো কখনো দলের সদস্যদের জন্য কোচিং ও নির্বিড় তত্ত্বাবধানের দরকার হতে পারে, অন্যান্য সময় তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। তাদেরকে পরামর্শ অথবা প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগীতা করুন অথবা এবং আত্ম-উন্নয়নে উৎসাহিত করুন।

### অঙ্গীকার:

যখন প্রতিভাবান ব্যক্তি তার ভূমিকা কি সেটি বুঝতে পারে এবং তার কর্মক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পায় তখনই তার কাছ থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে এবং যখন সদস্যরা বিষয়টি সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত হয় তখন তাদের মধ্যে অঙ্গীকারের স্পৃহা জাগ্রত হয়। ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে স্বীকার করা এবং স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

### প্রভাব:

যৌথভাবে দক্ষতার লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং সাফল্যের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সাফল্যের জন্যে কি ধরনের স্বীকৃতি দেয়া হবে? কিভাবে অদক্ষতাকে সংশোধন করা হবে? বেশীর ভাগ মানুষই সফল হতে চায়। তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রতিক্রিয়া জানুন। বেশীর ভাগক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই অবদান রাখার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

যখন কারো ভূমিকা স্পষ্ট হয় তখন তিনি ভাল কাজ করতে পারেন। দলীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই স্পষ্টতা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে কারণ এতে ব্যক্তি বিশেষের কাজের স্বাধীনতা থাকে ফলে তারা নিজের মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে।



Originally prepared by Mark Bell and Paul Marcotte , 2012

Translated by Md. Nurul Alam Siddique, February, 2014

Copyright © BIID, 2014. All Rights Reserved.

Modified and used with permission by the USAID/MEAS Project.

For more information visit: <http://ip.ucdavis.edu>

